EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম, ঢাকা
১৮ই নভেম্বর, ২০১২

উপাচার্য আইনুন নিশাত, অধ্যাপক মামুন রশিদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সিনহা গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আনিসুর রহমান সিনহা, ফ্যাকাল্টি সদস্যবৃন্দ, এবং বিশেষভাবে এই মনোরম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আমি যেভাবে দেখি, আমি দেখি একটি বিরাট কর্মশালা, একটি বিশাল কর্মময় কর্মশালা -- কোন সেমিনার বা কথোপকথনের অর্থে নয় -- তবে আক্ষরিক অর্থে এমনই একটি জায়গা যেখানে কর্মময়তা চালু আছে -- আমি দেখি কারিগর, নকশাবিদ, উদ্যোক্তা, নতুন বাংলাদেশের নির্মাতা, মধ্য আয়ের বাংলাদেশ, সোনার বাংলা, পরবর্তী এশিয়ান টাইগার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কি অসাধারণ সমাবেশ -- অপূর্ব দৃশ্য --।

আমি আশা করি আপনারা এ বিষয়টিতে প্রশংসা করতে পারেন যে আজ আমি আপনাদের প্রত্যেকের মুখোমুখি হতে পেরে কতটাই না খুশী এবং সম্মানিত বোধ করছি। এখন আপনারা প্রত্যেকে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ছেন। এটি সবচেয়ে দূর্লভ সুবিধা এবং আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।

আজ বিকেলে যে বিষয় নিয়ে আমার কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে তা হচ্ছেঃ প্রথমত, আমি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে চাই। এরপর আমি পরবর্তী এশিয়ান টাইগার হিসেবে বাংলাদেশে উপর আমরা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোকপাত ও ব্যাখ্যা করতে চাই। এরপর আমি অনেক প্রশ্নের প্রত্যাশা করব।

আমি এভাবে শুরু করতে চাইঃ বহুবিধ কারণে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব বহন করে। এই সংকটাপন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ সহিংস চরমপন্থার প্রতি একটি মধ্যপন্থী, সহিষ্ণু, ধর্ম নিপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক বিকল্প। আর এই বিষয়টিই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ তার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, চীন, বার্মার সাথে বন্ধুত্ব জোরদার করছে বিধায় দেশটি এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা লালন করে; যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের

কাছে তা গুরুত্ব বহন করে। দেশটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সৈন্য, পুলিশ ও নারী প্রেরণে করে বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা প্রসারে অবদান রাখছে; যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ বিশ্বের ১৭তম বৃহৎ রাষ্ট্র। তাই বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় নিজেদের খাদ্য জোগান দিতে দেশটির সামর্থ অত্যন্ত জরুরী; যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে; কেননা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী রপ্তানী বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে যা গত বছর ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। অন্য দিকে গত বছর বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী দ্বিগুণ হয়েছে যা এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে এবং দেশটিতে ৯০০০ - ১০,০০০ চাকুরী সৃষ্টি হয়েছে; যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব বহন করে।

আমি এও বলতে চাই যে বাংলাদেশের কাছেও যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ একক রপ্তানী বাজার, বাংলাদেশের বৃহৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রার উৎস, এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার। বিষয়টি পূণরায় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমি আমার বাংলাদেশী বন্ধুদের কাছে রাখছি।

এর প্রেক্ষিতে, যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক কখনই শক্তিশালী অথবা বিস্তৃত ছিলনা। সার্বিক বিবেচনায় এখন এক অভূতপূর্ব সুযোগ এবং সম্পৃক্ততার পরিসর বিদ্যমান আছে। শুধু বিগত ১২ মাসে ঘনিষ্ট এবং ফলপ্রসু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতায় এক বিস্ময়কর পদক্ষেপ দেখা গেছে। গত মে মাসে পররাষ্ট্র সচিব ক্লিনটন বাংলাদেশ ভ্রমন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের সমৃদ্ধি ও সফলতা উৎযাপন করতে এসেছিলেন। তিনি এই অংশীদারিত্বকে প্রতিষ্ঠানিকরণের জন্য এসেছিলেন; যাতে করে তার পদ থেকে চলে যাওয়ার পরও ঐ অংশীদারিত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হয়। এ ব্যাপারে সেক্রেটারী ক্লিনটন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ দিপু মনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনের আওতায় বার্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে এক অংশীদারিত্ব সংলাপ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এটি নিশ্চিত করতে যে এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়েরই সবচেয়ে ভাল স্বার্থকে এগিয়ে নেয়।

প্রথম অংশীদারিত্ব সংলাপ গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৯-২০ তারিখে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়। ঐ সংলাপে আমাদের সম্পর্কের কৌশলগত নির্দেশনা ধার্য করা হয় এবং আগামী দিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের বিকশিত সম্পর্কে এই অংশীদারিত্ব সংলাপ যোগ হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কতিপয় উদাহরণ দিচ্ছি:

- গত মাসে বাংলাদেশের জ্বালানী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সর্বোত্তম সহায়তা দেয়ার উপায় বের করতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিনিধি দল থেকে এসেছিল। চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশী একটি দল যুক্তরাষ্ট্র কোষ্ট গার্ডের একটি পুরাতন কাটার পরিদর্শন করছে এবং আমি আশা করছি আগামী বছর এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ জাহাজ হবে।
- ঘূর্ণী ঝড়, বন্যা এবং জলোচ্ছাসে আরো ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য উপকূলীয় সংকট ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসহ ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়ন কেন্দ্র নির্মাণে আমাদের অংশীদারিত্ব অব্যাহত আছে। এ সকল সংকট ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ঘূর্ণীঝড় থেকে বেঁচে যেতে সহায়তা করার এবং তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন এবং উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা প্রদান করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।
- আগামী মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) সংস্থার কর্মী ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে কাজ করার প্রস্তুতি নিচেছ যার পরিমান বছরে দু'শো মিলিয়ন ডলারের বেশী। এই পরিমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে এশীয়ায় আমাদের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচী। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের চলতি কৃষি বিপ্লবে সহায়তা দিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে হতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। আমরা নিকটতম প্রতিস্থাপন স্তরে উর্বরতার হার কমিয়ে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব উপশমিত করে মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুর হার এবং যক্ষা ও এইচআইভি/এইডস - এর বোঝা কমিয়ে আনতে এবং চাহিদা অনুযায়ী পরিবারের আকার গড়ে তুলতে বাংলাদেশী জনগণকে সামর্থ করে তুলতে সাহয়তা করি।
- বাংলাদেশী নারীদের 'উদ্যোক্তা প্রবর্তক' হিসেবে স্বীকৃত দিয়ে আমরা আগামী মাসে এ অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের এক বিশাল আলোচনাসভার স্থান হিসেবে ঢাকাকে বেছে নিয়েছি।
- অংশীদারিত্ব সংলাপে শ্রমের বিষয় এবং বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ বস্ত্রশিল্প রপ্তানীর বিষয়ে আলোচনাসমূহ যোগ হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে এ দেশীয় ব্রান্ড জোরদার করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার "বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম"-এর কাজ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার তৈরি পোষাক রপ্তানী পূনরায় সম্প্রসারণের সামর্থ লাভ করবে।

এখন আমি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠনমূলক অংশীদারিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিষয়ে এক ঘন্টা বলব; তবে আমি মনে করি আমি আমার পয়েন্ট বলেছিঃ সম্পর্ক চমৎকার এবং ক্রমঃবর্ধমান। এবার আমি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক সম্পর্কে বড় ধরণের উন্নয়নের সর্বশেষ আপনাদের দিতে চাই।

গত জুলাইয়ে, শেভরণ বাংলাদেশের জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে দেশটির গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর সহায়তায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। গত মাসে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কোম্পানী জেনারেল ইলেকট্রনিক্স-এর চেয়ারম্যান জেফ ইমেল্ট দু'টি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অতিরিক্ত সম্ভাব্যতার বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য চুক্তি সই করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি শুধু "ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যায়ার মাইলস" আর্ন করতে আসেনি; এসেছিলেন কারণ এই উদীয়মান অর্থনীতিতে জেনারেল ইলেকট্রনিক্স তার ব্যবসা বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা দেখছে। এদিতে অপর এক আমেরিকান কোম্পানী কনোকে ফিলিপস প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের জন্য উপকূলে বিনিয়োগ করছে। গত সপ্তাহে বোয়িং দু'টি নতুন ৭৭৭ এয়ারবাস বিমান বাংলাদেশকে প্রদান করেছে এবং আরো দু'টি সরবরাহের জন্য কাজ করছে। এই সকল প্লেনগুলো যুক্তরাষ্ট্রে পূনরায় ফ্লাইট চালু করার জন্য অত্যন্ত জরুরী। গত অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মার্টিন ট্রাস্ট বেশকিছু কারখানা চালু করার জন্য অজন্তা গ্রুপ এবং অন্যান্য বিদেশী অংশীদারদের সাথে যোগ দিতে বাংলাদেশ সফর করেছে। পোষাক তৈরি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির কোন বিনিয়োগকারী কোম্পানীর এসকল বিনিয়োগ বাংলাদেশের ভবিষ্যতে এক শক্তিশালী আস্থার প্রতিক। বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার এই তালিকা চলতে থাকবে; তবে আমি অন্য কিছু বলতে হবে।

আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় -- বাংলাদেশের ভবিষতের ব্যপারে আমি অতিশয় আশাবাদী কেন, কেন আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ পরবর্তী এশীয়ার বাঘ হতে পারে অথবা কেন আমার মনে হয় যে তা হওয়া উচিৎ। আমাকে যদি ঐ প্রশ্নের উত্তর একটি শব্দে দিতে হয় তবে সেই শব্দটি হবে "উদ্যোগ নেয়ার সামর্থ।" এদেশের মোট ৬৪টি জেলার প্রায় অর্ধেক জেলা ভ্রমন করেছি বিধায় আমি কতিপয় কর্তৃত্ব নিয়ে বলতে পারি , বাংলাদেশ এবং এর জনগণের এক উদ্যোগ নেয়ার চেতনা রয়েছে যা আমার দেখা অন্য কোন দেশের নাই।

তৈরিপোশাক শিল্প ও গৃহ পোশাকশিল্প খাতের বাংলাদেশী উদ্যোগ নেয়ার সামর্থ্য ইতিমধ্যে বেশ পরিচিত। সুতরাং, আমার আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে আমি আশা করি যে আপনারা আমার মতোই একথা চিন্তা করে চমৎকৃত হবেন যে কেবল একটি প্রজন্মেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক ও গৃহপোশাকশিল্প রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে আর আমার মতে এই দুই ক্ষেত্রেই তাকে বিশ্বের বৃহত্তম রপ্তানিকারকে পরিণত হওয়া উচিৎ।

বাংলাদেশী কৃষকরা চমৎকার। বাংলাদেশে একটি কৃষি বিপব ঘটছে এবং দেশটি ইতিমধ্যে ধানে স্বনির্ভর হয়েছে এবং আমার মতে, এক দশকের মধ্যে খাদ্য স্বনির্ভর হয়ে পড়তে পারবে। ময়মনসিংহে আমি কাঁঠালের সমুদ্র দেখেছি, টাঙ্গাইলে আনারসের, বগুড়ায় ফুলকপি, ও কলার এবং দিনাজপুর ও রাজশাহীতে ধানের সাগর, পঞ্চগড়ে চমৎকার চা এবং একটি উৎপাদনশীল পাটকল, খুলনায় সুন্দর বড় চিংড়ি...

আর এই কৃষি বিপবে আরো রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীগণ জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন বেগুণ ও আলুর প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন যা রোগসহনশীল... এবং এর ফলাফল হলো সুস্থ গাছ, উন্নত শস্য এবং গাছগুলোতে কীটনাশক দেয়ার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জার্মপাসম কেন্দ্রে গবেষকরা বামন ফলগাছ উদ্ভাবন করছেন যেগুলো অল্প স্থানে বেড়ে উঠে, দ্রুত ফল দেয় এবং যেহেতু উচ্চতায় ছোট এজন্য এর ফল পেড়ে নেয়াটাও সহজ আর এগুলো তারা ব্যবহার করতে পারে যাদের অল্প পরিমাণ জমি রয়েছে। আর দুজন তরুণ বাংলাদেশী সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের গোবাল ইনোভেশন থ্রু সায়েন্স এবং টেকনোলোজি প্রতিযোগিতায় একটি নতুন নির্মাণ সামগ্রী জুটিন প্রদর্শন করে জয়ী হয়েছে। জুটিন পাটের আঁশ ও গাছ থেকে উৎপন্ন একটি উপাদান রেসিন থেকে তৈরি যা সাশ্রয়ী গৃহনির্মাণে ব্যবহার করা যাবে।

আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেনেরিক ঔষধ উৎপন্নকারীতে পরিণত হতে পারে। আমি ইনসেপটা ও এসকায়েফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ দেখতে গিয়েছিলাম এবং আবিষ্কার করলাম যে দুটো প্রতিষ্ঠানেরই অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে তবে দুটোরই এমন দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অভাব রয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন করবে।

আমার মা আমাকে সব সময়ই বলে এসেছেন যে ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়েও সূর্যের কিরণ ভেসে আসে। আপনাদের জন্য সুসংবাদ হচ্ছে ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার ফাঁক ভরিয়ে তুলতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিজনেস স্কুলগুলো গুরুত্বপূণ ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রসারিত শিক্ষা সুবিধার মাধ্যমে এই ফাঁক পূরণে আমেরিকাও অবদান রাখছে। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গত বছরে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধির হার আরো বাড়বে বলে আমি আশা করি। গত বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজগুলো বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা হিসেবে এক কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছিল। বাংলাদেশের তরুণদের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার মান উন্নত করার জন্য আমেরিকার

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব করছে। (যেমন ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ বিশ্বের প্রথম সারির স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্‌স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত)।

সামনের দিকে তাকালে আমি দেখতে পাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ... আপনাদের মতো শিক্ষিত, সৃষ্টিশীল এবং উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনা।

আমি গর্বিত যে বাংলাদেশ যে সময়ে পরবর্তী এশীয় ব্যাঘ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে সে সময়ে আমেরিকা বাংলাদেশের শক্তিশালী অংশীদার।

আমি গর্বিত যে এই দেশের জ্বালানি সম্পদ, অবকাঠামো ও শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি এনে তা দিয়ে কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে আমেরিকান বিনিয়েগ সহায়তা করছে।

আমি গর্বিত যে আমেরিকান উন্নয়ন সহায়তা একটি অধিকতর নিরাপদ, অধিকতর সুস্থ ও অধিকতর সমৃদ্ধ বাংলাদেশী জনগণ এবং কর্মশক্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

আমি গর্বিত যে শিক্ষা এবং তরুণ সমাজের উন্নয়নে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব আপনাদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তুলবে যারা উদীয়মান রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্ম দেবে এবং তারপর সেই বাঘের পিঠে চেপে তারা বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করবে আর একটি সোনার বাংলার, সোনালী বাংলাদেশের স্বপ্ন সত্যি করে গড়ে তুলবে।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

** বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*